বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ট্রাস্ট
বৈষম্যহীন নীতিমালা- ২০০৮

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১।	বৈষম্যহীনতা কি ?	
০২।	বৈষম্যহীন নীতিমালার উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনীয়তা।	
০৩।	কোথায় কোথায়/কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষম্য হয় ?	
০৪।	বৈষম্য দূর করার কৌশল ?	
০৫।	বৈষম্যহীন নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে এর ফলাফল।	

০১। বৈষম্যহীনতা কি ?

ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অধিকার অক্ষুন্ন রেখে কাজ করাই হলো বৈষম্যতা। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেরও উন্নয়ন পরিকল্পনায় আবশ্যকীয় দিক হচ্ছে- দারিদ্রতা বিমোচনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নয়নের পথে অনুভূত যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলে বৈষম্যহীন ভাবে কাজ করা। তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আওতায় যারাপরে তারাই বৈষম্যহীনতায় পরে। যদিও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(৪) ধারা তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আওতায় অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সাংবিধানিক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। তথাপিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীরা বৈষম্যতার মুখামুখি হয়।

তাহলে, যার অধিকার সে যদি ভোগ না করতে পারে বা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাই হলো বৈষম্যহীনতা।

০২। বৈষম্যহীন নীতিমালার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষ সমাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে হলে প্রত্যেককে তার অধিকার দিতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে। যে কারণে মানুষ বৈষম্যতার স্বীকার হয়। কোন সংগঠনে বৈষম্যহীন নীতিমালা থাকলে ঐ সংগঠনের সদস্য বা সংশ্লিষ্ঠ সকলে তার নিজ অধিকার ভোগ করতে পারে। উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সকলে সমান ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করাই এই নীতিমালার মূল লক্ষ্য। এছাড়াও এই নীতিমালার উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীতা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

২.১। জাতীয় ক্ষেত্রে সকলের অধিকার সমতা প্রতিষ্ঠা করা।
২.২। সামাজিক, পারিবারিক এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
২.৩। মানবাধিকার নিশ্চিত করা।
২.৪। সবাইকে সমানভাবে শিক্ষিত ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
২.৫। সবাইকে সমানভাবে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে।
২.৬। কারো সাথে কারো কোন বৈষম্য থাকবে না।
২.৭। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে সকলের অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।
২.৮। সকলের অনুকূলে প্রযুক্তি উদ্ভাবন
২.৯। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ সকলের সমান পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
২.১০। মেধাবী ও প্রতিভাময়ীদের সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা এবং প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।

০৩। কোথায় কোথায়/কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষম্য হয় ?

প্রকৃত পক্ষে পিছিয়ে থাকা জনগণ প্রায় জায়গায়ই বৈষম্যতার স্বীকার হয়। আর বৈষম্যতা থাকে পিছিয়েপরা জনগোষ্ঠীর সাথে অগ্রসর জনগণের। যদি ধরা হয় প্রতিবন্ধীদের পিছিয়ে পরা জনগণ তাহলে তারা বৈষম্যতার

Dr. Hemayet Hossain
Chairman
Bangladesh Disablad Development Trust

Md. Moniruzzaman Khan
Managing Trustee
Bangladesh Disablad Development Trust

স্বীকার হবে। প্রতিবন্ধী বলতে বুঝায়, কোন মানুষের শারীরিক, মানসিক বা ইন্দ্রিয়গত সমস্যা বা ক্ষতিগ্রস্থতা, যা তার স্বীকৃত স্বাভাবিক কার্য ক্ষমতাকে ব্যাহত করে। কোন মানুষের যতগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে তা কোন না কোনভাবে কাজ করে। যদি এমন হয় যে, কোন প্রকার দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তির এক বা একাধিক অঙ্গহানি বা ক্ষতিগ্রস্থ হয় যা তার স্বাভাবিক কাজ কর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাকে প্রতিবন্ধীতা বলে। আর যে ব্যক্তির প্রতিবন্ধীতা আছে তাকে প্রতিবন্ধী বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলে। এরাই সমাজে বেশী বৈষম্যতার সম্মুক্ষীণ হয়।

৩.১। মজুরীর ক্ষেত্রে - একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং একজন অপ্রতীবন্ধী ব্যক্তি একই ধরণের কাজ করলে সাধারণত প্রতিবন্ধীর মজুরী হয়। অথচ হওয়া উচিৎ বেশী কারণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যাতায়াত খরচ সাধারণত অপ্রতিন্ধী ব্যক্তির চেয়ে বেশী থাকে। এ ছাড়া একই কাজ সমভাবে করা হলে প্রতিবন্ধী কম মজুরী পাবে এটাই বৈষম্য আচরণ।

৩.২। শিক্ষার ক্ষেত্রে - সাংবিধানিক অধিকার অনুযায়ী সকল নাগরিকের সমভাবে শিক্ষার অধিকার আছে। কিন্তু বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সকল প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত নয়। ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায় যে, বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করা হয়। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলে অন্য এলাকার প্রতিবন্ধীদের অবস্থা কি হবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যতার স্বীকার।

৩.৩। সেবার ক্ষেত্রে - যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান করে থাকে এদের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যতার স্বীকার। পানি, বিদুৎ, গ্যাস, স্বাস্থ্য সেবাসহ যে কোন সেবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যতার সম্মুখিন হয়ে থাকে।

৩.৪। যাতায়াতের ক্ষেত্রে- বাংলাদেশের কোন পরিবহনই প্রতিবন্ধীদের চলাচলের উপযোগী নয়। অথচ মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০% মানুয় কোন না কোন ভাবে প্রতিবন্ধী এদের যোগাযোগের কথা চিন্তা করিয়া বাস লঞ্চ বা ট্রেন তৈরী করা হলে যেমন প্রতিবন্ধীরা সহজে যাতায়াত করতে পারতো তেমনি অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও উন্নত পরিবহনে যাতায়াত করতে পারে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.৫। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে - খুব সাধারণ প্রথা প্রতিবন্ধীদের জন্য আবার ব্যবসা কিসের। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়। কোন প্রতিষ্ঠানে টেন্ডার দিলে পিছিয়ে থাকা জনগণ তথা প্রতিবন্ধীরা তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। স্বাভাবিক ভাবেই এরা বৈষম্যের স্বীকার।

৩.৬। চলাচলের ক্ষেত্রে - কোন একটি বাস বা লঞ্চে চলাচলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী বা অন্য কোন পিছিয়ে পরা জনগণ চলাচল করতে গেলে সাধারণ জনগণের সাথে প্রতিযোগিতায় পারে না। একটি ভাল সিটে বসা বা উপযুক্ত স্থানে বসে নির্দিষ্ট জায়গায় নেমে যাওয়ার মতো কাজে এরা সমস্যায় পরে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.৭। সরকারী সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে - সরকার যে সাধারণ জনগণকে অনেক সুবিধা দিয়ে থাকে। এ সমস্ত সুবিধার ক্ষেত্রেও প্রতিতবন্ধীদের তেমন সুযোগ দেওয়া হয় না। সাধারণত অপ্রতিবন্ধীরা এই ক্ষেত্রে বেশী সুযোগ পেয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

Dr. Hemayet Hossain
Chairman
Bangladesh Disablad Development Trust

Md. Moniruzzaman Khan
Managing Trustee
Bangladesh Disablad Development Trust

৩.৮। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে - কোন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একজন প্রতিবন্ধী যদি অনেক ভালও উপস্থাপন করতে পারে সে ক্ষেত্রে কম দক্ষতা সম্পন্ন অপ্রতিবন্ধীকে অগ্রধিকার দেওয়া হবে। মানুষ মনে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্বাভাবিক চলাচল করে ভাল উপস্থাপন করতে পারবে না। আবার কোন গানের অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিল্পীরা অনেক সুন্দর পারফরমেন্স দেখালেও সেখানে এদের যাতায়াত খুবই কম থাকে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.৯। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে - কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন প্রথমেই বলবে প্রতিবন্ধী মানুষ আবার কিভাবে রাজনীতি করবে। ভাল চলাচলই করতে পারে না আবার নির্বাচন। অথচ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সাধারণত বেশী পরিশ্রমি হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.১০। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে - যে কোন চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীরা বেশী অবহেলিত হয়। যোগ্য হলেও এদের চাকুরী দেওয়া হয় না। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.১১। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে - প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিব্ন্ধীরা অনেক বেশী বৈষম্যর স্বীকার হয়। কোন একটি সাইবার ক্যাফে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে চাইলে যে স্থানে সেন্টারটি স্থাপন করা হয়েছে সেখানে প্রতিবন্ধীর তেমন সহজে যাতায়াত করতে পারে না। আবার একজন প্রতিবন্ধী এবং একজন অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি একত্রে আসলে অপ্রতিবন্ধীকে অগ্রধিকার দিবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.১২। ক্রীড়ার ক্ষেত্রে - ক্রীড়া জগতটা মনে হয় প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য নয়। শুধু মাত্র অপ্রতিবন্ধী মানুষই খেলা ধুলা করবে। কিন্তু একজন প্রতিবন্ধী মানুষ বিভিন্ন ধরনের খেলা ধুলায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.১৩। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে - দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন - মুরগীর ফার্ম বা মাছের চাষ করা। এ ক্ষেত্রে সমভাবে সুযোগ না পাওয়ায় সে তার ভূমিকা রাখতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.১৪। প্রশাসনিক সহায়তার ক্ষেত্রে - যে কোন মানুষ তার জীবন যাপনের জন্য প্রশাসনিক সহায়তার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখা যায় যে, স্থানীয় প্রশাসন প্রতিবন্ধীদের চেয়ে অপ্রতিবন্ধীদের বেশী সহায়তা করে থাকে। যেমন কোন একটি জমি নিয়ে বিরোধ হলে থানায় একজন প্রতিবন্ধী এবংএকজন অপ্রতিবন্ধী এক সাথে অভিযোগ করলে অপ্রতিবন্ধীর বিষয়টি আগে আমলে নিবে এবং প্রতিবন্ধী বঞ্চিত হবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.১৫। পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে- গাছ লাগও পরিবেশ বাঁচাও। সরকার রাস্তায় গাছ লাগানোর প্রকল্প দিয়েছে। কাজ বন্টনের ক্ষেত্রে দেখা যাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কাজ পাবে না। অথচ দুইজন একই গাছ লাগাবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.১৬। মৌলিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে- সাংবিধানিক ভাবে যদিও মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা কোথাও বাস্তবায়ন করা হয় না। স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার কিন্তু এখানে যথেষ্ট বৈষম্য আছে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

Dr. Hemayet Hossain
Chairman
Bangladesh Disablad Development Trust

Md. Moniruzzaman Khan
Managing Trustee
Bangladesh Disablad Development Trust

৩.১৭। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে - যদি বলা হয় স্থানীয় একটি মসজিদের কমিটি গঠন করা হবে। সে ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে হয়তো কমিটিতেই নেওয়া হবে না। অজুহাত হিসাবে দেখাবে প্রতিবন্ধী ভাল ভাবে চলাচল করতে পারে না। সে কিভাবে সমজিদের উন্নয়ন করবে। তাই নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.১৮। উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে- সরকারের কোন একটি সংস্থা রাস্তা তৈরী করবে এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীকে তেমন সুযোগ দিবে না। আাবার কোন কোন ক্ষেত্রে খুব সামান্য অংশ গ্রহণ করতে দিবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.১৯। পারিবারিক সমঅধিকারের ক্ষেত্রে(খাদ্য, বিষয় সম্পত্তি, শিক্ষাদান, কাপড় চোপড়, বাসস্থান, সহযোগিতা, সংগদান, স্নেহ, ভালবাসা) সকল মানুষই পারিবারিক ভাবে সমঅধিকার রাখার অধিকার রাখে। কিন্তু পারিবারিক ভাবে দেখা যায় যে প্রতিবন্ধীদের সেই সমঅধিকার দেওয়া হয় না। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.২০। সম্পত্তির অধিকার ক্ষেত্রে- ধর্ম অথবা রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা সম্পত্তির অধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কিন্তু দেখা যায় যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সে অনুযায়ী সম্পত্তি ভোগ করতে পারে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সময় তার পাওনা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.২১। বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনের অধিকার- স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষনের কোন বিকল্প নাই। বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জন করতে গেলে প্রতিবন্ধীদের সুযোগ দেওয়া হয় না। যেমন সরকারী কোন প্রশিক্ষণ সেন্টারে রেডিও এবং টেলিভিশন মেরামতের কাজ শিখাবে সে ক্ষেত্রে অপ্রতিবন্ধীরা সব সিটে ভর্তি হয়ে যাবে। সেখানে কোন প্রতিবন্ধীর জন্য সিট থাকে না। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.২২। তথ্য পাওয়ার অধিকার- যে কোন তথ্য পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু রেডিও টেলিভিশনে যে খবর পড়ে তা শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা বুঝে না। কারণ সাংকেতিক ভাষায় কোন সংবাদ পাঠ করা হয় না। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.২৩। নাগরিক সুবিধাদি যেমন, পল্লী বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়প্রণালী ইত্যাদি ব্যবহার ও সংযোগ প্রাপ্তিতে সমান অধিকার - সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নাগরিককে কিছু সুবিধা দিয়ে থাকে। এই সুবিধার মধ্যে পল্লী বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়প্রণালী ইত্যাদি রহিয়াছে। এই সুবিধা গুলি ভোগের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীদের বৈষম্যের স্বীকার হতে হয়। প্রতিবন্ধীরা নাগরিক সুবিধার ক্ষেত্রে সমঅধিকার পায় না। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

৩.২৪। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে - সাধারণ ভাবে প্রতিবন্ধীরা সমমর্যাদা প্রত্যাশা করে থাকে। কোন ক্লাব বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন অনুষ্ঠান হলে সমমর্যাদা পেতে চায় সমাজের সব লোকেরা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রতিবন্ধীরা সামাজিক ভাবে সম মর্যাদা পায় না। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয়।

Dr. Hemayet Hossain
Chairman
Bangladesh Disablad Development Trust

Md. Moniruzzaman Khan
Managing Trustee
Bangladesh Disablad Development Trust

৩.২৫ । প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে (যেমন নার্সিং প্রশিক্ষণ) - স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সেবিকারা এক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকেন । কিন্তু এই সেবা প্রদান করতে নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রয়োজন । যখন এই প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন চায় তখন প্রতিবন্ধী আবেদনই করতে পারে না । এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার হয় ।

০৪ । বৈষম্য দূর করার কৌশল ?

যে সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য আছে সেগুলি সমাধানের জন্য

৪.১ । প্রশাসনকে সচেতন করা- স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে সচেতন করতে পারলে বৈষম্যতা দূর হবে । বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বা সরাসরি যোগাযোগ করে প্রশাসনকে এই বিষয় সচেতন করা যাবে । এ ছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের আমন্ত্রণ করে বিষয়টির উপর সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে ।

৪.২ । রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সচেতন করা- স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে সচেতন করতে পারলে বৈষম্যতা দূর হবে । বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বা সরাসরি যোগাযোগ করে নেতাদেরকে এই বিষয় সচেতন করা যাবে । এ ছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নেতাদের আমন্ত্রণ করে বিষয়টির উপর সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে ।

৪.৩ । মিডিয়াকে অবহিত করা - যে যে ক্ষেত্রে বৈষম্যতা দেখা যায় তা যদি মিডিয়াকে অবহিত করা যায় তবে মিডিয়া উহা প্রচার করলে বৈষম্যতা দূর হবে । এই বিষয়ে মিডিয়ার সাথে লবিং করে বৈষম্যতার বিষয় তাদের অবহিত করতে হবে ।

৪.৪ । নিয়োগ কর্তাদের সচেতন করা - সাধারণতঃ নিয়োগের ক্ষেত্রেই বেশী বৈষম্যর সৃষ্টি হয় । তাই যারা নিয়োগের সাথে জড়িত তাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা বৈষম্য যাতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবে ।

৪.৫ । শিক্ষার নীতি নির্ধারক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ এবং প্রধান শিক্ষক এর মাধ্যমে- শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ বৈষম্যতা দেখা যায় । তাই শিক্ষার সাথে জড়িত নীতি নির্ধারক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ এবং প্রধান শিক্ষককে বৈষম্যতার বিষয় অবহিত করলে বৈষম্যতা দূর হবে ।

৪.৬ । পরিবহন মালিক সমিতি ও সংশ্লিষ্ট সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে- পরিবহন এর ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীসহ পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠী বৈষম্যতার স্বীকার হয় । তাই পরিবহনে বিভিন্ন মালিক সমিতি ও চালক সমিতি সহ যারা যারা পরিবহন এর সাথে জড়িত তাদের বিষয়টি অবহিত করতে হবে । তাতে করে এই সেক্টরের যে বৈষম্যতা আছে আস্তে আস্তে তা কমে যাবে ।

৪.৭ । পরিবারের সদস্যদের সচেতন করার মাধ্যমে- অনেক পরিবারের সদস্যরা জানেনা যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সমান । এরা ভাবে ওকে খাওয়া পরার দায়িত্ব আমাদের তাই ঠিক ভাবে এইগুলি দিলেই হয় । এই সমস্ত পরিবারের সদস্যদের সচেতন করতে পারলে বৈষম্যতা আর থাকবে না ।

Dr. Hamiyet Hossain
Chairman
Bangladesh Disabled Development Trust

Md. Moniruzzaman Khan
Managing Trustee
Bangladesh Disabled Development Trust

০৫। বৈষম্যহীন নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে এর ফলাফল।

এইনীতিমালা বাস্তবায়ন করা হলে পিছিয়েপরা জনগণ বিশেষ করে প্রতিবন্ধী জনগণ বৈষম্যতার স্বীকার হবে না। তাদের অধিকার বুঝে পাবে। সাংবিধানিক অধিকার এর বাস্তবায়ন হবে। তারা সমাজের অন্য সকল নাগরিকের মত সমঅধিকার নিয়ে মর্যাদার সাথে বেচে থাকতে পারবে।

৫.১। মজুরীর ক্ষেত্রে - প্রতিবন্ধীব্যক্তিরা মজুরীর ক্ষেত্রে যে বৈষম্যতার মুখামুখি হয় তা দূর হবে। প্রতিবন্ধীরা সমান মজুরী পাবে। এতে প্রতিবন্ধীরা কাজে উৎসাহিত হবে এবং পরিবার ও সমাজে অবদান রাখতে পারবে। মর্যাদা পূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে। সবমিলিয়ে এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.২। শিক্ষার ক্ষেত্রে - শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পরা জনগণ তথা প্রতিবন্ধীরা যে বৈষম্যর স্বীকার হয় তা থেকে মুক্তি পাবে। সমান সুযোগ সুবিধা পাবে সবাই। এতে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে । মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারবে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.৩। সেবার ক্ষেত্রে - যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান করে থাকে এদের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যর স্বীকার। পানি, বিদুৎ,গ্যাস, স্বাস্থ্য সেবাসহ যে কোন সেবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধীরা বৈষম্যতা সম্মুখিন হয়ে থাকে। এই নীতিমালা বাস্তবায়ন হলে সেবাগ্রহণে প্রতিবন্ধীদের আর বৈষম্যরস্বীকার হতে হবে না। প্রতিবন্ধীরা সেবা সমুহ অন্যদের মতো কশ্লেই পাবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যরস্বীকার হবে না।

৫.৪। যাতায়াতের ক্ষেত্রে- এই নীতি বাস্তবায়ন হলে যাতায়াতের বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতিবন্ধীরা যে রকম বৈষম্যতার মুখামুখি হয় তা দূর হবে। প্রতিবন্ধীরা সহজে যাতায়াত করতে পারবে। যাতায়াতের ক্ষেত্রে তেমন কোন বাধা থাকবে না। তাই এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.৫। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে - ব্যবসা করতে গেলে প্রতিবন্ধীরা নানা রকম বাধার মুখোমুখি হয়। এই বাধা সমুহ দূর করতে বা কমাতে এই নীতি বাস্তবায়ন আবশ্যক। ইহা বাস্তবায়ন হলে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতিবন্ধীরা সমনাভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.৬। চলাচলের ক্ষেত্রে- বাস স্ট্যান্ড, লঞ্চঘাট সহ যে কোন চলাচলের জায়গা প্রতিবন্ধীদের চলাচলের জন্য সহজ হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে কোন স্থানই প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত নয়। এই নীতি বাস্তবায়ন হলে চলাচলে যে বৈষম্যতা আছে তা দূর হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.৭। সরকারী সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে - সরকার যে সকল সুযোগ সুবিধা দেয় তা বৈষম্যহীন ভাবে বন্টন হয় না। এই নীতি বাস্তবায়ন করলে এইগুলি সমান ভাবে বিলি হবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.৮। সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে- সাংস্কৃতিক অংগনে প্রতিবন্ধীরা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে পারবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

Dr. [illegible] Hossain
Chairman
Bangladesh Disablad Development Trust

Md. Moniruzzaman Khan
Managing Trustee
Bangladesh Disablad Development Trust

৫.৯। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে - এইনীতি বাস্তবায়ন হলে প্রতিবন্ধীরা অন্যদের মত রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এতে তাদের প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.১০। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে - এই নীতি বাস্তবায়ন হলে কর্মসংস্থানে পিছিয়ে পরা জনগণ যে বৈষম্যর মুখোমুখি হয় তা কমে যাবে। কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকবে। অনেক প্রতিবন্ধীর কর্মসংস্থান হবে। তাই এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.১১। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে - প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিব্ন্ধীরা অনেক বেশী বৈষম্যর স্বীকার হয়। কোন একটি সাইবারক্যাফে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে চাইলে যে স্থানে সেন্টারটি স্থাপন করা হয়েছে সে খানে প্রতিবন্ধীর তেমন সহজে যাতায়াত করতে পারে না। এই নীতি বাস্তবায়িত হলে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যতটুকু বৈষম্যতার আছে তা দূর হবে। এবং এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.১২। ক্রীড়ার ক্ষেত্রে - ক্রীড়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীরা মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয় না। কিন্তু একজন প্রতিবন্ধী মানুষ বিভিন্ন ধরনের খেলা ধুলায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। এই নীতি বাস্তবায়ন হলে এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা যে বৈষম্যর স্বীকার হয় তা অবসান হবে। তাহলে প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.১৩। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে - দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। এই নীতি বাস্তবায়ন হলে প্রতবন্ধীরা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অনেক ভূমিকা রাখতে পারবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.১৪। প্রশাসনিক সহায়তার ক্ষেত্রে- প্রশাসনিক সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য দেখা যা তা এই নীতি বাস্তবায়ন করলে আর থাকবে না। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.১৫। পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে- পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীরা অনেক ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এই ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকে না। এইনীতি বাস্তবায়ন হলে প্রতিবন্ধীরা পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.১৬। মৌলিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে - প্রত্যেক মানুষের মানুষ হিসেবে মৌলিক যে স্বাধীনতা আছে তা এই নীতি বাস্তবায়ন করা হলে ভোগ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.১৭। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে - নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের যে প্রতিবন্ধকতা তা এই নীতি বাস্তবায়নে অনেকটা কমে যাবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.১৮। উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে- উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধীদের যে ভাবে অবহেলা করা হয়, এই নীতি বাস্তবায়ন করা হলে সে অবহেলার অবসান হবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.১৯। পারিবারিক সমঅধিকারের ক্ষেত্রে(খাদ্য, বিষয় সম্পত্তি, শিক্ষাদান, কাপড় চোপড়, বাসস্থান, সহযোগিতা) - পরিবারে খাদ্য, বিষয় সম্পত্তি সহ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বৈষম্যতার স্বীকার প্রতিবন্ধীরা। এই নীতি বাস্তবে রুপ নিলে পারিবারিক সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

Dr. Hemayet Hossain
Chairman
Bangladesh Disabled Development Trust

Md. Maniruzzaman Khan
Managing Trustee
Bangladesh Disabled Development Trust

৫.২০। সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে - সম্পত্তির যে অধিকার আছে প্রতিবন্ধীরা প্রায়ই সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এই নীতি বাস্তবায়ন হলে প্রতিবন্ধীরা সম্পত্তির অধিকার পাবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.২১। বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনের অধিকার- বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছাড়া কোন উন্নয়ন হয় না। আবার উন্নয়ন ধরে রাখতে চাইলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রয়োজন। এইনীতির ফলে বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.২২। তথ্য পাওয়ার অধিকার- তথ্য পাওয়ার অধিকার থেকে প্রতিবন্ধীরা যে বঞ্চিত তা দূর হবে এই নীতি বাস্তবায়িত হলে । এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.২৩। নাগরিক সুবিধাদি যেমন, পল্লী বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদি ব্যবহার ও সংযোগ প্রাপ্তিতে সমান অধিকার - অনেক ক্ষেত্রেই নাগরিক সুবিধা থেকে প্রতিবন্ধীরা অনেক দূরে থাকে। এই নীতি বাস্তবায়ন হলে নাগরিক সুবিধার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

৫.২৪। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে - এই নীতি বাস্তবায়ন করা হলে সামাজিক ভাবে প্রতিবন্ধীরা আর বঞ্চিত হবে না। মর্যাদার জন্য কোথাও অপমানিত হবে না। সার্বিক ভাবে সামাজিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীরা আর বৈষম্যর স্বীকার হবে না।

= সমাপ্ত =

Dr. Homayet Hossain
Chairman
Bangladesh Disabled Development Trust

Md. Moniruzzaman Khan
Managing Trustee
Bangladesh Disabled Development Trust